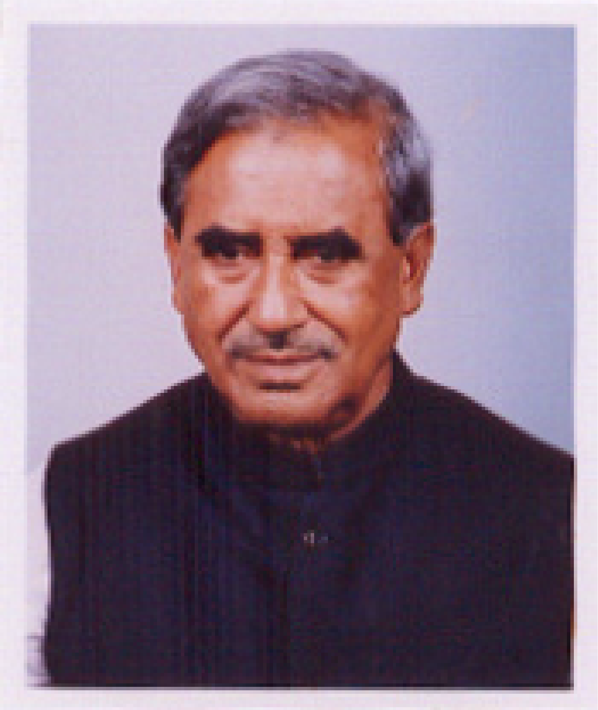

জনাব আবুল কালাম আজাদ, এম পি

মাননীয় মন্ত্রী

তথ্য মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ

জনাব আবুল কালাম আজাদ ০১ মার্চ ১৯৩৯ সালে জামালপুর জেলার বকসীগঞ্জ উপজেলাধীন খেওয়ারচর উজান গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম সৈয়দুর রহমান এবং মাতা আলহাজ্ব মরহুমা ছামিরন নেছার আট ছেলে ও চার মেয়ের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় সন্তান।

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে জনাব আবুল কালাম আজাদ ছাত্র রাজনীতির সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে পড়েন। তবে, শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করলেও পূর্বের ছাত্র রাজনীতির ধারাবাহিকতায় তিনি জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে পড়েন।

নির্বাচনী এলাকা: জনাব আবুল কালাম আজাদ নবম জাতীয় সংসদে ১৩৮-জামালপুর-১-এর বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা থেকে মহাজোটের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ০৬ জানুয়ারি ২০০৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

শিক্ষা জীবন : জনাব আবুল কালাম আজাদ ময়মনসিংহ জেলার গৌরিপুর রাজেন্দ্র কিশোর হাইস্কুল হতে ১৯৫৬ সালে ম্যাট্রিক এবং আনন্দমোহন কলেজ ময়মনসিংহ থেকে ১৯৫৮ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে বিএ (সম্মান) এবং ১৯৬৩ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এম এ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৭২ সালে ঢাকা সেন্ট্রাল ল' কলেজ থেকে এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্ম জীবন : জনাব আবুল কালাম আজাদ ১৯৬৩ সালে প্রথম তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান ওয়াটার এন্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে (ওয়াপদা) কর্মকর্তা হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান ওয়াপদা দু'টি আলাদা প্রতিষ্ঠানে বিভক্ত হলে তাঁর চাকুরী পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের (পিডিবি) অধীনে ন্যস্ত হয় এবং ১৯৭৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এখানে কর্মরত থাকেন।

তিনি ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসে কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি ঢাকায় লিঁয়াজো প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। এ প্রতিষ্ঠানে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত পারসনাল ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চের প্রধান ও প্রশাসনিক উপ-প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অত:পর কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) হিসেবে রূপান্তরিত হয়। তিনি এ প্রতিষ্ঠানে পারসনাল ম্যানেজমেন্টের প্রধান এবং জনসংযোগ ও তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৯১ সালের ১২ জানুয়ারিতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন।

ছাত্র রাজনীতি : জনাব আবুল কালাম আজাদ ১৯৫৪ সাল থেকে গৌরিপুর স্কুলে ছাত্রাবস্থায় ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নকালে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সদস্য হিসেবে ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্রলীগের হল শাখার সভাপতি ছিলেন।

ডাকসুর নির্বাচনে ১৯৬১-৬২ সালে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন এবং ড্রামা ও এন্টারটেইনমেন্ট সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ঐ সময় বিচারপতি হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি ১৯৬২ সালে কারাবরণ করেন। তিনি ১৯৬২-১৯৬৩ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

অপর পৃষ্ঠা দৃষ্টব্য... ২

জাতীয় রাজনীতি: জনাব আবুল কালাম আজাদ ১৯৯১ সালে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি এ সময় তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯৬ সালে পুনরায় জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও, জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ও মাননীয় ডেপুটি স্পিকারের অনুপস্থিতিতে প্যানেল চেয়ারম্যানের সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মে ২০০৩ থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা উপ-কমিটির কো-চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বিদেশ ভ্রমণ : সরকারি ও পেশাগত কাজে জনাব আবুল কালাম আজাদ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। তাঁর ভ্রমণের মধ্যে রয়েছে ১৯৮২ সালে ভারতের মুম্বাই-এ ৯ম বিশ্ব জনসংযোগ কংগ্রেসে যোগদান, ১৯৮৫ সালে নেদারল্যান্ডের আমস্টার্ডামে ১০ম বিশ্ব জনসংযোগ কংগ্রেসে যোগদান, ১৯৮৮ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ১১তম বিশ্ব জনসংযোগ কংগ্রেসে যোগদান, ১৯৯৩ সালে কম্বোডিয়ায় জাতীয় গণতান্ত্রিক ইন্সটিটিউট কর্তৃক পরিচালিত আন্তর্জাতিক সংসদীয় সেমিনারে যোগদান, ১৯৯৬ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং ইউএস কংগ্রেসের ভূমিকা পর্যবেক্ষণে ইউএস ইনফরমেশন এজেন্সির ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটর প্রোগ্রামে সে দেশের বিভিন্ন স্টেটে পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগদান, ১৯৯৭ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত সার্ক পাবলিক একাউন্টস কমিটির সম্মেলনে যোগদান এবং ১৯৯৯ সালে ত্রিনিদাদ-টোবাগো কমনওয়েল্থ পার্লামেন্টারী কনফারেন্সে যোগদান।

এছাড়াও, সরকারি কাজে তিনি অস্ট্রেলিয়া, আজারবাইজান, চীন, ত্রিনিদাদ-টোবাগো, দুবাই, থাইল্যান্ড, নেপাল, ফ্রান্স, মাকাউ, মিশর, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, সুইজারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, সৌদি আরব, হংকংসহ আরো অনেক দেশ ভ্রমণ করেন।

সামাজিক ও পেশাগত সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততা : তিনি ১৯৭০ সাল থেকে জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা-এর অ্যাসোসিয়েট সদস্য এবং ১৯৮০ সাল থেকে ঢাকা ক্লাব লিমিটেড-এর সদস্য। তিনি ১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৬-৮৭ সালে বাংলাদেশ জনসংযোগ সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি আইসিডিডিআর,বি-এর স্টাফ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি, ওয়াটার এন্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড অফিসার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এবং আন্তর্জাতিক জনসংযোগ সমিতির ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সমাজ সেবা : তিনি এলাকায় উন্নয়ন কার্যক্রম হিসেবে সড়ক, সেতু, নির্বাচনী এলাকায় হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ ভবন ইত্যাদি নির্মাণ এবং বিদ্যুৎ সংযোগ, মসজিদ, মাদ্রাসার উন্নয়নে আর্থিক অনুদানসহ সার্বিক উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন। সমাজ সেবার জন্য তিনি অতীশ দীপঙ্কর পুরস্কার লাভ করেন।

পারিবারিক জীবন: জনাব আবুল কালাম আজাদ ১৯৬৫ সালের ০৩ ডিসেম্বর কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দির এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মরহুম সুলতান আহমেদ চৌধুরীর মেয়ে মিজ আনোয়ারার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি এক ছেলে এবং এক কন্যার জনক। খেলাধুলা হিসেবে সব খেলাই তাঁর পছন্দ। তবে, ক্রিকেট ও ফুটবল তার সবচেয়ে প্রিয় খেলা। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় দক্ষ জনাব আবুল কালাম আজাদ উর্দু ও হিন্দি ভাষাতেও কথা বলতে পারেন। এছাড়াও তিনি আরবী ভাষা পড়তে পারেন।

###